Islamic Religious Council of Singapore

Friday Sermon

12 January 2024 / 30 Jamadil Akhir 1445H

শারিয়া- ইসলামিক আইনের সৌন্দর্য

الحَمدُ لِلَّهِ الَّذِي أَوضَحَ لِعِبَادِهِ طُرُقَ الهِدَايَةِ، وَيَسَّرَ لَهُم أَسبَابَ النَّجَاةِ وَالوِقَايَةِ، وَأَشهَدُ أَن لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَحدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، وَأَشهَدُ أَنَّ سَيِّدَنَا مُحَمَّدًا عَبدُهُ وَرَسُولُهُ الَّذِي نَصَرَهُ اللهُ بِالحِمَايَةِ، اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَحبِهِ وَسَلِّم تَسلِيمًا كَثِيرًا.

أَمَّا بَعدُ، فَيَا عِبَادَ اللهِ، اِتَّقُوا اللهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنتُم مُسلِمُونَ.

জুম্মায় আগত সম্মানিত সুধীবৃন্দ,

আসুন, আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতাআলার সকল নির্দেশ পালন করে এবং তিনি যা যা নিষিদ্ধ করেছেন সেগুলি করা থেকে বিরত থেকে আমরা মহান আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতাআলার প্রতি আমাদের তাকওয়া আরো বাড়িয়ে তোলার প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখি। মহান আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতাআলা যেন আমাদের সকল ভাল কাজ গ্রহণ করেন। আমীন!

সম্মানিত ইসলাম ধর্মাবলম্বী ভাই ও বোনেরা,

মহান আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতাআলা মানবকূলের ওপর অসীম রহমত নাজিল করেছেন। যেমন আমাদের ভাল এবং মন্দের মধ্যে কোনটা কেমন তা বিচার করার ক্ষমতা দিয়েছেন। আমাদের ভাল মন্দ বোঝার সাধারণ জ্ঞানও দেয়া হয়েছে এবং এই সাধারণ জ্ঞান চর্চা করা উচিত এবং মানুষের কল্যাণে তাকে আরো পরিশীলিত করে তোলা উচিত।

মনে করে দেখুন সুরা মাইদার ১০০ নম্বর আয়াতে মহান আল্লহ সুবহানাহু তা আলা কি বলেছেন,

قُل لَّا يَسْتَوِى ٱلْخَبِيثُ وَٱلطَّيِّبُ وَلَوْ أَعْجَبَكَ كَثْرَةُ ٱلْخَبِيثِ ۚ فَٱتَّقُوا۟ ٱللَّهَ يَـٰٓأُو۟لِى ٱلْأَلْبَـٰبِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿١٠٠﴾

অর্থঃ বলো -- "মন্দ আর ভালো সমতুল্য নয়'', যদিও মন্দের প্রাচুর্য তোমাকে তাজ্জব বানিয়ে দেয়। কাজেই আল্লাহ্‌কে ভয় ও শ্রদ্ধা করো, হে বিজ্ঞ ব্যক্তিগণ! যেন তোমরা সফলকাম হতে পারো।

মানুষের ভাল-মন্দের মধ্যে তফাৎ বোঝার ক্ষমতাটা একটি মূল্যবান পুরস্কার। ইমাম আলজুরজানি তাঁর "আত তারিফাত" গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন যে, ইসলাম একটি স্বর্গীয় ব্যবস্থা যেখানে বুদ্ধিমান ও যৌক্তিক মানুষ আমাদের নবী করিম (সঃ) কর্তৃক আনীত বানীসমূহকে গ্রহণ করে থাকে।

একজন বিশ্বাসী এবং যৌক্তিক মানুষ হিসাবে ইসলামের শারিয়াহ আইনের সাথে সংগতি রেখে আমরা আমাদের চিন্তাগুলিকে সুষ্ঠু আকার দিয়ে থাকি। খাঁটি জ্ঞান এবং ধর্মীয় বিশ্বাসে দৃঢ় থেকে আমরা ভালো মন্দের মধ্যে তফাৎ করতে পারি।

সম্মানিত ভাই ও বোনেরা,

সৃষ্টিকর্তার প্রতি অগাধ বিশ্বাস ও ভাল কাজের মধ্যে সম্পর্ককে তুলনা করা যেতে পারে একটি শক্ত সমর্থ শরীর ও একটি সচল হৃদপিন্ডের সম্পর্কের মত - তারা কখনও আলাদা হয় না। আর শারিয়াহ এখানে একটি পথ নির্দেশিকার মত কাজ করে থাকে এবং মানুষকে এই পৃথিবীর জটিলতা থেকে নিজেদের জীবন পরিচালনার পথ প্রদর্শন করে থাকে।

শারিয়ার মধ্যে আছে আরো কিছু মূল্যবোধ যা ইসলামি শিক্ষার সৌন্দর্য আরো বাড়িয়ে তোলে। আজ আমি আপনাদের সঙ্গে কয়েকটি সুন্দর মূল্যবোধের কথা এখানে উল্লেখ করব যেগুলি শারিয়া আইনের অন্তর্ভুক্তঃ

প্রথমতঃ মানুষের জন্য একটি সহজ স্বাচ্ছন্দ্যময় জীবন-যাপনবোধ

শারিয়া আইনটি তৈরী করা হয়েছে মানুষের জীবন সহজ, সরল ও স্বাচ্ছন্দ্যময় করে তোলার জন্য। মূলতঃ এই আইনগুলি আমাদের নিকট, আমরা যাঁরা নবী করিম (সঃ) এর অনুসারী তাদের নিকট এসেছে ধাপে ধাপে।

ইসলাম ধর্মটি আমাদিগকে একটি আস্থার করুণা বর্ষণ করেছেন যা থেকে আমরা জানি যে আমাদের জীবনের সব কঠিন বিষয়েরই একটি সহজ সমাধান নির্দেশিত আছে। যেমন; কারো যদি দাঁড়িয়ে নামাজ পরা শারীরিকভাবে কঠিনসাধ্য হয় তবে তাঁর জন্য বসে নামাজ পরার বিধান আছে। আর এই সমাধানটি আছে বলে ইসলামে কোনপ্রকার কষ্ট ছাড়াই একজনের জন্য পালিত কর্তব্যগুলি সুন্দরভাবে পালন করা যায়। এখানে মানুষের অক্ষমতা ও সক্ষমতাগুলিকে আলাদাভাবে বিবেচনা করা হয় এবং এটাই এই শারীয়ার অপার সৌন্দর্য।

আমরা এইখানে আমাদের নবী করিম (সঃ) সেই বানীটি স্মরণ করতে পারি,

إِنَّ الدِّيْنَ يُسْرٌ وَلَنْ يُشَادَّ الدِّيْنَ إِلاَّ غَلَبَهُ

যার অর্থঃ আসলে ইসলাম ধর্ম খুব সহজ বিষয়, এখানে কেউ কারো ওপর অতিরিক্ত বোঝা চাপিয়ে দেয় না যতক্ষণ পর্যন্ত তা তার কাছে অতিরিক্ত মনে না হয়। " (ইমাম বুখারী কর্তৃক বর্ণিত হাদীস)

ইসলাম ধর্ম পালন করা খুব সহজ। আমরা যেন এটাকে এমন কঠিন করে না ফেলি যাতে আমরা অন্যদের এই ধর্ম থেকে দূরে সরে যাওয়ার কারণ হয়ে দাঁড়াই। ধর্মীয় অজ্ঞতার কারণে এটাকে জটিল করে ফেলায় অনেক সময় পরিস্থিতির অবনতি ঘটে।

দ্বিতীয়তঃ শারীয়ার ন্যায়বিচারবোধ

সম্মানিত ভাই ও বোনেরা,

শারীয়াহ দৃঢ়ভাবে অন্যদের সঙ্গে আচরণে নিরপেক্ষতা ও ন্যায়বিচার পালনের ওপর গুরুত্ব আরোপ করে। কোনভাবেই অন্য কারো প্রতি নিপীড়নমূলক বা নিষ্ঠুর আচরণে প্ররোচিত হওয়া যাবে না আর আমাদের ধর্মীয় আইন পালনের ক্ষেত্রে তো নয়ই। তবে, আমাদের সমাজেও এমন কেউ কেউ আছেন যাঁরা নিজেদের স্বার্থ চরিতার্থ করার জন্য ফারাইদ আইনের সুযোগ গ্রহণ করে থাকে বা তাকে অপব্যবহার ও শোষণ করে থাকে। আর তাতে ব্যর্থ হয়ে, কেউ কেউ আছেন যাঁরা ফারাইদ আইন ব্যবহার করে দরীদ্র উত্তরাধিকারীর বা উত্তরাধিকারিণীর ন্যায্য অধিকার অগ্রাহ্য করে তাদেরকে বঞ্চিত করে থাকে।

নিজের স্বার্থের জন্য ধর্মীয় আইন ব্যবহার করাও একপ্রকার নিপীড়ন। এটা ইসলামী শিক্ষায় যে ন্যায়বিচারের বিধান আছে তার সম্পূর্ণ বিপরীত।

তৃতীয়তঃ শারীয়ার সর্বাঙ্গীনতা

শারীয়াহ একটি সামগ্রিক ব্যবস্থা। এটা এতটা সর্বাঙ্গীন যে মানুষের বিশ্বাস, নৈতিকতা, আইন-কানুন এবং প্রাত্যহিক জীবনের প্রতিটি বিষয়ের ওপর শারীয়াহ আলোকপাত করে। আমরা শারীয়াহর সৌন্দর্যকে হজ্জ্ব ও যাকাতের আতসকাঁচের ভেতর দিয়ে দেখলে তা উপলব্ধি করতে পারব। এই দুই প্রকার ইবাদতই আমাদের ঐশ্বরিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক ও মানবিক বিষয়গুলির ওপর আলোকপাত করে থাকে। হজ্জ্ব এবং যাকাত পালনের মধ্য দিয়ে মানুষ যেমন ধর্মীয় দায়িত্বগুলি পালন করতে পারে তেমনি মুসলমানগণ ঘরের নিভৃতে বসে একাকী মহান আল্লাহ সুবহানাহু তা আলার করুণা ও ক্ষমা ভিক্ষা করতে পারেন, আবার একই সঙ্গে সকল মানুষের সাথে ভ্রাতৃত্ব ও একতার মূলনীতির চর্চা করতে পারেন। আর এইগুলি করার মধ্য দিয়ে মুসলমানগণ তাদের সম্প্রদায়ের সামাজিক-অর্থনৈতিক উন্নতি বর্ধনে ভূমিকা রাখতে পারেন, এই সম্প্রদায়ের মানুষের ধর্মীয় উন্নতিতেও তাঁরা ভূমিকা রাখতে পারেন।

মহান আল্লাহ সুবহানাহু তা আলা যেন আমাদেরকে সঠিক ধর্মীয় জ্ঞান প্রদান করেন এবং আমাদিগকে ইহকালে ও পরকালে একটি সফল জীবন যাপন নিশ্চিত করেন।। আমীন। ইয়া রাব্বাল আলামীন।

أَقُوْلُ قَوْلِي هَذَا وَأَسْتَغْفِرُ اللهَ العَظِيْمَ لِي وَلَكُمْ، فَاسْتَغْفِرُوهُ إِنَّهُ هُوَ الغَفُوْرُ الرَّحِيْم

SECOND SERMON

الحَمْدُ للهِ حَمْدًا كَثِيرًا كَمَا أَمَرَ، وَأَشْهَدُ أَن لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ سَيِّدَنَا مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ. اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ أَجْمَعِينَ. أَمَّا بَعْدُ، فَيَا عِبَادَ الله، اِتَّقُوا اللهَ تَعَالَى فِيمَا أَمَرَ، وَانتَهُوا عَمَّا نَهَاكُم عَنْهُ وَزَجَرَ.

أَلَا صَلُّوا وَسَلِّمُوا عَلَى النَّبِيِّ الْمُصْطَفَى، فَقَدْ أَمَرَنَا اللهُ بِذَلِكَ حَيْثُ قَال فِي كِتَابِهِ العَزِيزِ: إِنَّ اللهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا صَلُّوا عَلَيهِ وَسَلِّمُوا تَسلِيمًا. اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ.

وَارْضَ اللَّهُمَّ عَنِ الخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ المَهْدِيِّينَ أَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ وَعُثْمَانَ وَعَلِيٍّ، وَعَن بَقِيَّةِ الصَّحَابَةِ وَالقَرَابَةِ وَالتَّابِعِينَ، وَتَابِعِي التَّابِعِينَ، وَعَنَّا مَعَهُم وَفِيهِم بِرَحْمَتِكَ يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ.

اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِلمُؤْمِنِينَ وَالمُؤْمِنَاتِ، وَالمُسْلِمِينَ وَالمُسْلِمَاتِ، الأَحْيَاءِ مِنهُم وَالأَمْوَاتِ. اللَّهُمَّ ادْفَعْ عَنَّا البَلَاءَ وَالوَبَاءَ وَالزَّلَازِلَ وَالمِحَنَ، مَا ظَهَرَ

مِنْهَا وَمَا بَطَنَ، عَن بَلَدِنَا خَاصَّةً، وَسَائِرِ البُلْدَانِ عَامَّةً، يَا رَبَّ العَالَمِينَ. اَللَّهُمَّ انْصُرْ إِخْوَانَنَا الْمُسْتَضْعَفِيْنَ فِي غَزَّة وَفِي فِلِسْطِينَ وَفِيْ كُلِّ مَكَانٍ عَامَّةً، يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِين. اللَّهُمَّ بَدِّلْ خَوْفَهُمْ أَمْنًا، وَحُزْنَهُمْ فَرَحًا، وَهَمَّهُمْ فَرَجًا، يَا رَبَّ العَالَمِينَ. رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنيَا حَسَنَةً، وَفِي الآخِرَةِ حَسَنَةً، وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ.

عِبَادَ اللهِ، إِنَّ اللهَ يَأْمُرُ بِالعَدْلِ وَالإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي القُرْبَى، وَيَنْهَى عَنِ الفَحْشَاءِ وَالمُنكَرِ وَالبَغْيِ، يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ، فَاذكُرُوا اللهَ العَظِيمَ يَذْكُرْكُمْ، وَاشْكُرُوهُ عَلَى نِعَمِهِ يَزِدكُمْ، وَاسْأَلُوهُ مِن فَضلِهِ يُعطِكُم، وَلَذِكرُ اللهِ أَكبَرُ، وَاللهُ يَعلَمُ مَا تَصنَعُونَ.